



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, পঞ্চদশ সংখ্যা, শুক্রবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ২১, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ৭



হরঘর তিরঙ্গা অভিযান

৬ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগামী ৯ থেকে ১৭ আগস্ট দেশজুড়ে পালিত হবে ‘হর ঘর তিরঙ্গা ২০২৬’ অভিযান। বুধবার নয়াদিল্লিতে এই সর্বভারতীয় কর্মসূচির সূচনা করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। এবারের অভিযানের বিশেষ তাৎপর্য হল, এটি উৎসর্গ করা হয়েছে ভারতের জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তিকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ২০২২ সালে ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’-এর অংশ হিসেবে শুরু হওয়া ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ আজ দেশের অন্যতম বৃহৎ জনঅংশগ্রহণমূলক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোটি কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করছেন। তাঁর কথায়, এটি আর শুধু পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচি নয়; বরং দেশপ্রেম, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জাতীয় ঐক্যের এক সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, তিরঙ্গা কেবল একটি জাতীয় পতাকা নয়, এটি দেশের ঐক্য, মর্যাদা এবং আত্মপরিচয়ের প্রতীক। দেশের জন্য আত্মত্যাগকারী বীর সেনানী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগের স্মারক হিসেবেও তিরঙ্গা প্রতিটি ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে। তিনি জানান, ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের অঙ্গীকার আরও দৃঢ় করার সুযোগ এনে দেবে এবারের অভিযান। এবারের ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ‘সূর্যপথ তিরঙ্গা’ উদ্যোগ। বিশ্বের বিভিন্ন

দেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ও মিশনগুলিকে যুক্ত করে সূর্যোদয়ের ধারাবাহিকতায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রতীকীভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। কেন্দ্রের মতে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ভারতীয় প্রবাসী ও ভারতীয়

উইথ তিরঙ্গা’ উদ্যোগেও এ বছর ‘বন্দে মাতরম’-এর সুর ও গানের কথা সংযোজন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীতে জাতীয় গানটির ইতিহাস তুলে ধরা হবে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৪ আগস্ট দেশজুড়ে পালিত হবে ‘বিভাজনের বিতীষিকা স্মরণ দিবস’। দেশভাগের সময়কার যন্ত্রণা ও বাস্তবচ্যুত মানুষের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নীরব পদযাত্রা, প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। মাইগভ প্ল্যাটফর্মে এ উপলক্ষে একটি বিশেষ কুইজও চালু করা হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রক জানিয়েছে, দিল্লি, কলকাতা এবং অমৃতসরে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। দিল্লিতে ১৩ আগস্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ১৪ আগস্ট প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও নীরব পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতার নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টারেও একই ধরনের অনুষ্ঠান হবে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদরেও কর্মসূচি পালিত হবে। অমৃতসরে নাট্যপ্রদর্শনী, প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও নীরব পদযাত্রার আয়োজন করা হবে, যেখানে কেন্দ্রীয়

শেখাওয়াত উপস্থিত থাকবেন। কেন্দ্র দেশবাসীকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ‘বন্দে মাতরম’ শেখা ও গাওয়া, বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে ‘হর ঘর তিরঙ্গা ২০২৬’ অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৪ আগস্ট দেশজুড়ে পালিত হবে ‘বিভাজনের বিতীষিকা স্মরণ দিবস’। দেশভাগের সময়কার যন্ত্রণা ও বাস্তবচ্যুত মানুষের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নীরব পদযাত্রা, প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। মাইগভ প্ল্যাটফর্মে এ উপলক্ষে একটি বিশেষ কুইজও চালু করা হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রক জানিয়েছে, দিল্লি, কলকাতা এবং অমৃতসরে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। দিল্লিতে ১৩ আগস্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ১৪ আগস্ট প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও নীরব পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতার নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টারেও একই ধরনের অনুষ্ঠান হবে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদরেও কর্মসূচি পালিত হবে। অমৃতসরে নাট্যপ্রদর্শনী, প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও নীরব পদযাত্রার আয়োজন করা হবে, যেখানে কেন্দ্রীয়

বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরির ক্ষেত্রে ইউনিফায়েড প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (ইউপিএমএস) পোর্টাল বাধ্যতামূলক ব্যবহারের নিয়মে সাময়িক শিথিলতা আনল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নতুন তফসিলভুক্ত দর কার্যকর হওয়ায় ইউপিএমএস পোর্টালে সেই সংশোধিত হার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সময় প্রয়োজন হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, বর্তমানে প্রশাসনিক প্রকৌশল দপ্তরগুলি বিভিন্ন প্রকল্পের জীবনচক্র পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি ডিপিআর প্রস্তুতের জন্য ইউপিএমএস পোর্টাল ব্যবহার করছে। তবে ৭ জুলাই ২০২৬-এর সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তফসিলভুক্ত দর সংশোধন করা হয়েছে। নতুন নির্দেশ অনুসারে, সড়ক ও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে পিডব্লিউডি (এনএইচ)-এর তফসিলভুক্ত দর এবং ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সিপিডব্লিউডি-র তফসিলভুক্ত দর অনুসরণ করতে হবে, যাতে প্রকল্পগুলির বাস্তবসম্মত ও হালনাগাদ ডিপিআর প্রস্তুত করা যায় এবং কাজের বাস্তবায়ন আরও কার্যকর হয়। সরকার জানিয়েছে, সংশোধিত এসওআর-গুলি ইউপিএমএস পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করে সঠিক ব্যয় নির্ধারণের ব্যবস্থা করতে কিছুটা সময় লাগবে। সেই কারণেই এই পদক্ষেপ।

ডিপফেক রোধে পদক্ষেপ

এআই নির্মিত কন্টেন্টের ক্ষেত্রে লেবেলিং বাধ্যতামূলক

৬ আগস্ট: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর ডিপফেক, ভুয়ো অডিও-ভিডিও ও কৃত্রিমভাবে তৈরি ডিজিটাল সামগ্রীর অপব্যবহার রুখতে আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো আরও কঠোর করেছে কেন্দ্র সরকার। তথ্যপ্রযুক্তি (ইন্টারমিডিয়েরি গাইডলাইনস অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড) বিধি, ২০২১-এ সংশোধন এনে ডিপফেক-সহ এআই-নির্মিত ক্ষতিকর সামগ্রী দ্রুত অপসারণ, বাধ্যতামূলক লেবেলিং এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলির জবাবদিহি আরও বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিধি, ২০২১-এর সমন্বয়ে ডিপফেক ও অন্যান্য সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় একটি বিস্তৃত আইনি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। পরিচয় চুরি, ছদ্মবেশ ধারণ, গোপনীয়তা লঙ্ঘন, অশ্লীল বা যৌন উত্তেজক সামগ্রী প্রকাশ, ভুয়ো তথ্য ছড়ানো এবং এআই ব্যবহার করে অন্যের পরিচয় ভুয়োভাবে উপস্থাপনের মতো অপরাধের বিরুদ্ধে এই আইনগুলিতে শাস্তির বিধান রয়েছে। সরকারের নতুন সংশোধনী অনুযায়ী, বৈধ এআই-নির্মিত সামগ্রীর ক্ষেত্রে স্পষ্ট লেবেল এবং ট্রেসযোগ্য মেটাডেটা রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে ব্যবহারকারীরা সহজেই বুঝতে পারেন কোন বিষয়বস্তু কৃত্রিমভাবে তৈরি। একই সঙ্গে শিশু যৌন নির্যাতনমূলক সামগ্রী, সম্মতি ছাড়া তৈরি অন্তরঙ্গ ছবি, ডিপফেক এবং অন্যান্য ক্ষতিকর এআই-নির্ভর কনটেন্ট শনাক্ত ও অপসারণে সামাজিক মাধ্যমগুলিকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সংশোধিত বিধি অনুযায়ী, আদালতের নির্দেশ বা উপযুক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের

যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ পাওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে বেআইনি সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে হবে। আগে এই সময়সীমা ছিল ৩৬ ঘণ্টা। পাশাপাশি সংবেদনশীল অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, ৫০ লক্ষের বেশি ব্যবহারকারী রয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলিকে (এসএসএমআই) স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে ধর্মণ, শিশু যৌন নির্যাতন, ডিপফেক এবং পূর্বে অপসারিত ক্ষতিকর সামগ্রীর অনুরূপ কনটেন্ট সক্রিয়ভাবে শনাক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিয়ম লঙ্ঘন করলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ ধারার আইনি সুরক্ষা হারাতে হবে এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এআই-এর দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার ২০২৫ সালের নভেম্বরে ‘ইন্ডিয়া এআই গভর্ন্যান্স গাইডলাইন’ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি ইন্ডিয়া এআই মিশনের আওতায় নিরাপদ ও বিশ্বস্ত এআই ব্যবস্থার উন্নয়নে ১৩টি ‘রেসপনসিবল এআই’ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে আইআইটি যোধপুর ও আইআইটি মাদ্রাজের ‘সাক্ষ্য’, আইআইটি খজাপুরের রিয়েল-টাইম ভয়েস ডিপফেক শনাক্তকরণ ব্যবস্থা এবং অডিও-ভিডিও জালিয়াতি শনাক্তকরণ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (আই৪সি), ‘সহযোগ’ পোর্টাল, জাতীয় সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং পোর্টাল এবং ‘সমন্বয়’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় আন্তঃসংস্থার সমন্বয় জোরদার করা হয়েছে। নাগরিকরা cybercrime.gov.in পোর্টাল অথবা ১৯৩০ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ডিপফেক-সহ বিভিন্ন সাইবার অপরাধের

অভিযোগ জানাতে পারবেন। সরকার জানিয়েছে, সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রচারাভিযান, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। সিইআরটি-ইন ডিপফেক-সহ এআই-সম্পর্কিত ঝুঁকি মোকাবিলায় নিয়মিত নির্দেশিকা ও সতর্কবার্তাও জারি করেছে। এই তথ্য লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ডিপফেক ভিডিওর মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বারেবারে বিঘ্নিত হয়েছে। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের একাংশ অপারেশন সিঁদুরের সময় ও পরবর্তীতে ককরোচ জনতা পার্টির পার্লামেন্ট অভিযানের সময়ও একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাণ্ডেল থেকে এআই নির্মিত ফেক ভিডিও ছড়ানো হয়। শুধু ভিডিওই নয়, দেশবিরোধী বিভিন্ন ইনফোগ্রাফিকও এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবল শেয়ার করা হয়। এই প্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিশ ও প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে লাগাতার ফেক নিউজ অ্যালার্ট ক্যাম্পেইন শুরু হয়। জুলাই ২৩শের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম সহ সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাণ্ডেলগুলিতে জেনজিদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন। সেই ভিডিও গোটা বিশ্বজুড়ে ৩০৩ মিলিয়ন ভিউয়ার পায়। কিন্তু ফেসবুক পরবর্তীতে, সেই ভিডিও ভারতের ব্যান করে। এর ফলে নতুন করে মেটা ও ভারত সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বুধবার মেটার তরফে জোয়েল কাপলান সম্প্রচার মন্ত্রকের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। মেটার তরফে মার্ক জুকারবার্গও ক্ষমা চেয়ে নেন। এই ধরনের পরিস্থিতির সামনে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই অভিমত একাংশের।

এক্সপ্রেস ওয়ে, বাস টার্মিনাস সহ একাধিক প্রকল্পে গতি আসছে

৬ আগস্ট: রাজ্যে পালাবদলের পরেই শিল্প সহ অন্য আটকে থাকা জনমুখী প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়নের পথে হাঁটছে বিজেপি সরকার। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একাধিক বড় শিল্পতালুক তৈরিতে নজর দেওয়া হয়েছে। লাক্স, শ্যাম স্টিলের মতো বড় সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই রাজ্যে পদক্ষেপ করেছে। এবারে, পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন আটকে থাকা চন্দৌলি-জোকা গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজে শীঘ্রই গতি আসবে বলে জানা গিয়েছে। ভারতমাল্য প্রকল্পের আওতায় নির্মায়মাণ এই এক্সপ্রেসওয়ের পশ্চিমবঙ্গ অংশে জমি-সংক্রান্ত জটিলতা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আলোচনার মাধ্যমে মিটেছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে বহু বছরের স্থবিরতার পর খুব শিগগিরই জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হতে পারে। প্রায় ২৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পশ্চিমবঙ্গ অংশটি উত্তরপ্রদেশের চন্দৌলি থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জোকা পর্যন্ত প্রস্তাবিত করিডরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক্সপ্রেসওয়েটি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি ও হাওড়া জেলার উপর দিয়ে যাবে। হাওড়া জেলায় প্রায় ৩৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হবে, যেখানে আমতা-২ ও বাগনান-১ র্লকের ২৬টি মৌজা অতিব্রহ্ম করবে এই করিডর। দামোদর ও রূপনারায়ণ নদীর উপর নতুন সেতু নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে। তবে জোকা পর্যন্ত শেষ অংশের চূড়ান্ত রূপরেখা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে শিলিগুড়ির মল্লাগুড়িতে এনবিএসটিসি-র অব্যবহৃত জমিতে একটি আধুনিক বাস

টার্মিনাস গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ দপ্তর। প্রায় ৪৫ হাজার বর্গফুট জমির উপর নির্মিতব্য এই প্রকল্পে বাস টার্মিনাসের পাশাপাশি একটি শপিং মল ও ক্যাফেটেরিয়া থাকবে। বর্তমানে প্রকল্পের বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরির কাজ চলছে। রাজ্য সরকারের মতে, টেনজিং নোয়গে বাস টার্মিনাসে সমস্ত দূরপাল্লার বেসরকারি বাস একত্রিত হলে যানজট ও পরিচালনাগত সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই নতুন টার্মিনাসটিকে অতিরিক্ত পরিকাঠামো হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। একই সঙ্গে রাজ্যজুড়ে ১,০০০টি নতুন এনবিএসটিসি বাস চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) হিমাচল বিহারে একটি আধুনিক ট্রাক টার্মিনাস নির্মাণের কাজও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের চা ও বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বন্ধ হয়ে থাকা অন্তত ২৫টি চা-বাগান পুনরুজ্জীবিত করা এবং শান্তিপুর ও পূর্বস্থলীর ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগস্টের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের একটি দল পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসতে পারেন। শিল্পমহলের কাছে কেন্দ্রের সম্ভাব্য সহায়তা কাজে লাগাতে প্রস্তাব জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা এবং প্রয়োজনে আইনগত পরিবর্তনের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতা আর শুধু শিল্প বা উৎপাদনের নয়; এটি এখন তথ্য, ডেটা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির প্রতিযোগিতা। বিশ্বজুড়ে যে দেশগুলি এআই প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারাই আগামী দিনের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রশাসনের গতিপথ নির্ধারণ করবে। এই প্রেক্ষাপটে ভারত সরকারের এআইকোশ ইউনিভার্সিটি এনগেজমেন্ট প্রোগ্রাম নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী এবং কৌশলগত পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে কেবল প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানো নয়, বরং একটি জাতীয় এআই ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ভারত এতদিন বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা খাতের অন্যতম শক্তি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে শুধুমাত্র সফটওয়্যার পরিষেবা প্রদানকারী হয়ে থাকলে চলবে না। ভবিষ্যতের নেতৃত্ব নির্ভর করবে কার হাতে রয়েছে উচ্চমানের ডেটা, নিজস্ব এআই মডেল, গবেষণা পরিকাঠামো এবং দক্ষ মানবসম্পদ। এআইকোশ-এর মতো জাতীয় প্ল্যাটফর্ম এই দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। হাজার হাজার ডেটাসেট, শতাধিক এআই মডেল এবং বিভিন্ন টুলকিটকে একটি একীভূত প্ল্যাটফর্মে এনে গবেষক, শিক্ষার্থী ও স্টার্ট-আপদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া দেশের প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার পথে একটি বড় পদক্ষেপ। তবে শুধু প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলেই লক্ষ্য পূরণ হবে না। প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হল দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

বর্তমানে দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে আধুনিক এআই গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত ল্যাব, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং অবকাঠামো কিংবা প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্রম এখনও দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক এই উদ্যোগকে শুধুমাত্র কর্মশালা বা সচেতনতা কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গবেষণা অনুদান, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ প্রকল্প, স্টার্ট-আপ ইনকিউবেশন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ভাষা। বিশ্বের বৃহত্তম ভাষাগত বৈচিত্র্যের দেশ ভারত। অথচ অধিকাংশ উন্নত এআই মডেল এখনও ইংরেজিকেন্দ্রিক। ভারতীয় ভাষা, বিশেষ করে বাংলা, হিন্দি, তামিল, অসমিয়া, মারাঠি বা অন্যান্য ভাষার জন্য বৃহৎ ও মানসম্মত ডেটাসেট তৈরিতে বিনিয়োগ না করলে ডিজিটাল বৈষম্য থেকেই যাবে। এআইকোশ যদি ভারতীয় ভাষাভিত্তিক গবেষণা ও তথ্যভাণ্ডার তৈরিকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত সূফল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তারের সঙ্গে নৈতিকতা ও নিরাপত্তার প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ডিপফেক, ভুয়ো তথ্য, ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত কিংবা সাইবার অপরাধের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। তাই প্রযুক্তি শেখানোর পাশাপাশি দায়িত্বশীল ব্যবহার, স্বচ্ছ নীতিনির্ধারণের ওপরও জোর দিতে হবে।



সেনাবাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, দিল্লিতে তোলা ছবি।

দুর্বল সংযোগের মধ্যেই শক্তিশালী কোয়ান্টাম পথ

৬ আগস্ট: ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, নির্ভরযোগ্য এবং সম্পদ-সামগ্রী করে তুলতে নতুন তাত্ত্বিক পদ্ধতির সন্ধান পেলেন কলকাতার বোস ইনস্টিটিউটের গবেষকরা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনস্থ এই স্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা এমন একটি নতুন প্রোটোকল তৈরি করেছেন, যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল কোয়ান্টাম সংযোগ ব্যবহার করেই দীর্ঘ দূরত্বে আরও কার্যকর কোয়ান্টাম যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞানীদের মতে, নিরাপদ ও দ্রুত কোয়ান্টাম যোগাযোগের জন্য দূরবর্তী দুটি কেন্দ্রের মধ্যে সর্বাধিক কোয়ান্টাম এনট্যাংগেলমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে পরিবেশগত নয়েজ -এর কারণে এই এনট্যাংগেলমেন্ট ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দীর্ঘ দূরত্বে নির্ভরযোগ্য কোয়ান্টাম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা কঠিন হয়ে ওঠে। এই সমস্যা সমাধানে এতদিন বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং পরিসংখ্যানগত পদার্থবিজ্ঞানের পারকোলেশন তত্ত্ব ব্যবহার করে দুর্বল সংযোগগুলির মধ্য থেকেই শক্তিশালী যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তবে প্রচলিত পদ্ধতিতে মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্টেশন বা নোড বিচ্ছিন্ন করে নতুন সংযোগ তৈরি করা হতো। এতে একদিকে যেমন মূল্যবান নেটওয়ার্ক সম্পদ নষ্ট হতো, অন্যদিকে নেটওয়ার্কের মূল কাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ত। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বোস ইনস্টিটিউটের ড. দীপ নাথ এবং অধ্যাপক সৌমেন রায় জেনারেল কনকারেন্স পারকোলেশন (জিসিপি) নামে একটি নতুন প্রোটোকল তৈরি করেছেন। তাঁদের গবেষণাপত্র

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী ফিজিক্যাল রিভিউ এ-তে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকদের তৈরি এই নতুন পদ্ধতিতে কোনও মধ্যবর্তী স্টেশন বিচ্ছিন্ন না করেই নেটওয়ার্কের সবচেয়ে ছোট বা শর্টেস্ট পাথ ধরে কোয়ান্টাম এনট্যাংগেলমেন্ট বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে তুলনামূলকভাবে কম সংযুক্ত একটি ভৌত গ্রিডও অত্যন্ত ঘন এবং কার্যকর কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক রূপান্তরিত হতে পারে। কম্পিউটার সিমুলেশন-এর মাধ্যমে গবেষকরা দেখিয়েছেন, জিসিপি পদ্ধতি ব্যবহার করলে আগের তুলনায় অনেক কম প্রাথমিক এনট্যাংগেলমেন্ট দিয়েই সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা সম্ভব। অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কম সম্পদ ব্যয় হবে এবং নেটওয়ার্কের সামগ্রিক দক্ষতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, জেনারেল কনকারেন্স পারকোলেশন পারকোলেশন ইউনিভার্সালিটি ক্লাস-এর নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিসংখ্যানগত পদার্থবিজ্ঞানে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক কাঠামো। ফলে কোয়ান্টাম এনট্যাংগেলমেন্ট পারকোলেশন সম্পর্কিত গবেষণারও একটি আরও শক্তিশালী গাণিতিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গবেষকদের মতে, এই নতুন প্রোটোকল ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম ইন্টারনেট, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, প্রতিরক্ষা যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উচ্চ-নিরাপত্তাসম্পন্ন তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একই সঙ্গে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে আরও টেকসই ও কার্যকর কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই গবেষণা নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

মার্কিন জাহাজে নিষেধাজ্ঞা

৬ আগস্ট: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং অন্যান্য ‘শত্রুভাবাপন্ন’ দেশের জাহাজের হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব বিবেচনা করছে ইরান। দেশটির সংসদের একটি কমিটি এ-সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক বিল পর্যালোচনা করছে বলে জানিয়েছে ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ। প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোনও জাহাজ হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করলে তার বহন করা পণ্যের মূল্যের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। একই সঙ্গে উপসাগরীয় দেশগুলির উদ্দেশে কূটনৈতিক স্তরে কড়া বার্তা দিয়েছে তেহরান। ইরানের দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সামরিক হামলা বন্ধ করে আলোচনার পথে ফিরিয়ে আনতে উপসাগরীয় দেশগুলি প্রভাব খাটাতে ব্যর্থ হলে, তাদের তেলক্ষেত্র, শোধনাগার, বিদ্যুৎকেন্দ্র, জল পরিকাঠামো এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হতে পারে। ইরানের দাবি, এই সতর্কবার্তার আওতায় তেল ও গ্যাস স্থাপনা, বিদ্যুৎ গ্রিড, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং কৌশলগত অবকাঠামোও সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুর তালিকায় রয়েছে। গত ২৮ জুলাই ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের জ্বালানি পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে হামলার ইশ্টিয়ার দেওয়ার পরই তেহরান একাধিক উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই বার্তা পৌঁছে দেয়। সুত্রের দাবি, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সৌদি

আরব, কাতার ও তুরস্কের বিদেশমন্ত্রীদের পাশাপাশি পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গেও কথা বলেন। আলোচনায় তিনি উপসাগরীয় দেশগুলিকে ওয়াশিংটনের উপর প্রভাব খাটিয়ে নতুন সামরিক অভিযান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেন, ইরানের উপর নতুন হামলা হলে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ইরান একই সঙ্গে জানিয়েছে, তারা কূটনৈতিক সমাধানকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ইরানের বক্তব্য, সামরিক সংঘাতের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানই গোটা অঞ্চলে আরও বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ এড়ানোর একমাত্র পথ। সুত্রের দাবি, এই বার্তার পর সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলে সামরিক পদক্ষেপ স্থগিত রাখা, যুদ্ধবিরতি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে সওয়াল করেন। যদিও সৌদি আরব স্পষ্ট করেছে, তাদের ভুখণ্ডে কোনও হামলা হলে উপযুক্ত সামরিক জবাব দেওয়া হবে। এদিকে, কাতার, ওমান এবং সৌদি আরবও ওয়াশিংটনকে তেহরানের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে। ইরানের দাবি, নতুন করে সামরিক সংঘাত শুরু হলে গোটা উপসাগরীয় অঞ্চল মারাত্মক অস্থিরতার মুখে পড়তে পারে এবং বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহও বড় ধরনের ধাক্কার সম্মুখীন হতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অংশের

অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) হরমুজ প্রণালী দিয়েই পরিবাহিত হয়। ফলে এই প্রণালীকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হলে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার, সমুদ্রপথে বাণিজ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতির উপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে, ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব (স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ) আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে একমত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বৃহস্পতিবার দু’জনের মধ্যে টেলিফোনে কথা হয়। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করেন দুই নেতা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) জানিয়েছে, দুই দেশ পারস্পরিক স্বার্থে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং অন্যান্য কৌশলগত ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতেও নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়ে একমত হয়েছেন দুই প্রধানমন্ত্রী। এক্স-এ করা এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এবং দুই নেতা পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও মতবিনিময় করেছেন।

ইস্পাত উৎপাদনে উর্ধ্বমুখী ধারায় চাহিদা ও রপ্তানি

৬ আগস্ট: দেশের ইস্পাত শিল্পে উৎপাদন, চাহিদা ও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের জুলাই মাসে দেশে ১৪.৩ মিলিয়ন টন অপরিিশোধিত ইস্পাত (ক্রুড স্টিল) উৎপাদিত হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.২ শতাংশ বেশি। একই সময়ে ফিনিশড স্টিল উৎপাদন বেড়ে ১৩.৭ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে এবং হট মেটাল উৎপাদন হয়েছে ৮.১ মিলিয়ন টন। এপ্রিল থেকে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত চার মাসে দেশে মোট ৫৬.৩ মিলিয়ন টন অপরিিশোধিত ইস্পাত উৎপাদিত হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ২.৬ শতাংশ বেশি। একই সময়ে ফিনিশড স্টিল উৎপাদন বেড়ে ৫৪.৩ মিলিয়ন টন এবং হট মেটাল উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩১.৬ মিলিয়ন টনে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশের শীর্ষ সাতটি ইস্পাত উৎপাদনকারী সংস্থা—সেল, আরআইএনএল, এনএসএল, টাটা স্টিল গোষ্ঠী, আর্সেলরমিউন্ডল-নিপ্পন স্টিল, জিদ্দাল স্টিল এবং জেএসডব্লিউ গোষ্ঠী—মিলিয়ে এপ্রিল-জুলাই সময়ে ৩১.২ মিলিয়ন টন অপরিিশোধিত ইস্পাত এবং ২৯.১ মিলিয়ন টন ফিনিশড স্টিল উৎপাদন করেছে। এই সময়ে মোট অপরিিশোধিত ইস্পাত উৎপাদনে সরকারি সংস্থাগুলির অংশ ছিল ১৫.৯ শতাংশ। দেশে ইস্পাতের ব্যবহারও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুলাই মাসে ফিনিশড স্টিলের ব্যবহার বেড়ে ১৪.৪ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা এক বছর আগের তুলনায় ৬.৫ শতাংশ বেশি। এপ্রিল-জুলাই সময়ে মোট ব্যবহার হয়েছে ৫৫.৯ মিলিয়ন টন, যা গত বছরের তুলনায় ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করছে। বৈদেশিক বাণিজ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। জুলাই মাসে ফিনিশড স্টিল আমদানি ৯.৫ শতাংশ বেড়ে ৭.০২ লক্ষ টন এবং রপ্তানি ৪৪.১ শতাংশ বেড়ে ৬.৯৯ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। তবে এপ্রিল-জুলাই সময়ে ভারত এখনও পরিমাণের বিচারে ফিনিশড স্টিলের নিট আমদানিকারক দেশ হিসেবেই রয়েছে। জুলাই মাসে বিভিন্ন ইস্পাত পণ্যের বাজারদামে কিছুটা সংশোধন হয়েছে। ১০ মিমি টিএমটি রডের গড় মূল্য মাসিক ভিত্তিতে ৫.৬ শতাংশ কমে টনপিছু ₹৫৬,৬৯৮ হয়েছে। হট-রোলড কয়েল, কোল্ড-রোলড কয়েল এবং গ্যালভানাইজড শিটের দামেও সামান্য হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে।

টেরিটোরিয়াল আর্মিতে জোর

৬ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘বিকশিত ভারত’ গঠনের লক্ষ্যে টেরিটোরিয়াল আর্মি (টিএ)-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে তিনি বলেন, সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও টেরিটোরিয়াল আর্মি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বৈঠকে টেরিটোরিয়াল আর্মির দায়িত্ব, কার্যক্রম এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা করা হয়। উপস্থিত সাংসদরা বাহিনীকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শও দেন। রাজনাথ সিং বলেন, টেরিটোরিয়াল আর্মি ‘সিটিজেন-সোলজার’ বা ‘নাগরিক-সৈনিক’ ধারণার এক জীবন্ত উদাহরণ। এই বাহিনীর সদস্যরা একদিকে নিজেদের পেশাগত জীবনে নিয়োজিত থাকেন, অন্যদিকে প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর পোশাক পরে দেশের সীমান্ত রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কথায়, এই বাহিনী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি ধীরজ শেঠ, প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার প্রশিক্ষিত রিজার্ভ শক্তি তৈরি করে, যা প্রয়োজনের সময় দ্রুত মোতায়েন করা যায়। একই সঙ্গে চাকরির মেয়াদ শেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা সদস্যরা সমাজে ফিরে গিয়ে যুবসমাজকে

সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানে অনুপ্রাণিত করেন। বর্তমানে টেরিটোরিয়াল আর্মিতে প্রায় ৪৪,৪০০ জন সদস্য এবং ৫৯টি বিভিন্ন ধরনের ইউনিট রয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই বাহিনী ‘ফার্স্ট রেসপন্ডার’ হিসেবে দ্রুত ত্রাণ, উদ্ধার এবং চিকিৎসা সহায়তা পৌঁছে দেয়। কেরলের বন্যা, ওড়িশার ঘূর্ণিঝড় এবং সম্প্রতি অসমের বন্যায় টেরিটোরিয়াল আর্মির ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। পরিবেশ সংরক্ষণে বাহিনীর ভূমিকার উল্লেখ করে রাজনাথ সিং জানান, টেরিটোরিয়াল আর্মির ইকোলজিক্যাল টাস্ক ফোর্স এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি গাছের চারা রোপণ করেছে, যার ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ বেঁচে রয়েছে। তাঁর মতে, এই উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মিশন লাইফ’ এবং ‘পঞ্চামৃত’ লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযানের সাফল্যে টেরিটোরিয়াল আর্মির অবদানের প্রশংসা করেন তিনি। বৈঠকে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল এন. এস. রাজা সুব্রক্ষ্যম, সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ, প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং, প্রতিরক্ষা উৎপাদন সচিব সঞ্জীব কুমার, প্রতিরক্ষা অর্থ সচিব বিশ্বজিৎ সাহা-সহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

